# সোনার কচ্ছপ

## ভবানী চরণ দাশ

প্রতি বছর একই সময়ে মহাদেশগুলোর মাঝে ছোট্ট একটি দ্বীপে সকল দেশের পশু আর অপদেবতারা মহাসম্মেলনে যোগ দিতে জড় হয়। সেখানে তারা পরস্পরের মধ্যে বর্তমান বিষয়গুলি আলোচনা করে থাকে। আফ্রিকার ছোট একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি একটি সাপ এক মেঘলা সকালে বলল, 'ঘোষণা করার মত একটি বিষয় আমার আছে।' তারপর খুশী হয়ে জড় হওয়া শ্রোতাগণকে এক ঝলক দেখে নিল। 'আচ্ছা .....' মিশরের কুমীরটি হাই তুলে বলল এবং নিজেকে প্রস্তুত করল যাতে সে দু একটি প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারে। তারপর সম্মেলনের বাকী সময়টা নিরুপদ্রবে ঘুমিয়ে কাটাতে পারে। 'সমস্যাটি যা আমরা আজ পর্য্যন্ত আলোচনা করে চলেছি' কোন বিরক্তি সঞ্চার না করে সাপটি ফোঁস করে উঠে বলে চলল, 'তা হচ্ছে এই যে আমরা কেউ কাউকে বুঝছি না। আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিরাই কেবল দুটির বেশী ভাষা বলতে পারে কিন্তু কখনোই সমান দক্ষতার সঙ্গে নয়।'

এই প্রশ্নটির আলোচনা পশুরা ইতিমধ্যে কৌশলে এড়িয়ে গেছে; কারণ যে প্রশ্নের উত্তর জানা নেই তা চিন্তাভাবনা করা অত্যন্ত অস্বস্তিকর। তারা এখন ঐ চাপান প্রশ্নের দ্বন্দ্বে পড়ে বিচলিত হয়ে পা ঠুকতে ঠুকতে ফিসফিসানি শুরু করেছে।

আয়ারল্যাণ্ডের অপদেবতাটি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল 'আর.....' এবং তার সোনার পাত্রটিকে বসানর জন্য ঘুরিয়ে দিল (বিশ্বঅর্থনীতিতে মন্দার কারণে পাত্রটিতে একটাই হাতল ছিল)। 'আমরা এখনও পর্য্যন্ত সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধান করেছি তাই নয় কি?' ঠাণ্ডায় কাতর নেসীর বদলি পাহাড়ী স্কটল্যান্ডের ভেড়াটি বলে উঠল 'এটা সত্যি নয়; আমরা প্রয়োজনীয় খবর ছড়িয়ে দিতে অপারগ। বৃষ্টিস্নাত জঙ্গলের একদিকে কোয়ানো ভল্লুকের জানা নেই যে জঙ্গলের অন্যদিক আগুনে জ্বলছে। কেউ খবর না দেবার কারণে জোয়ারে ভেসে আসা তেলে জল দূষিত হওয়ায় মাছগুলি অন্য দেশে মারা যেতে থাকে।

'প্রতি বছর আমরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী হিসাবে একটি সর্বগ্রহণযোগ্য ভাষা খোঁজার চেষ্টা করি। এটাকেই কি তুমি সমস্যাগুলির সমাধান বলছ? কথাগুলি আরও জোরালো করতে ভেড়াটি ডেকে উঠে শুয়ে পড়ল আর পুনরায় রোমন্থন শুরু করে দিল।

সকলে চুপচাপ হয়ে রইল কিছুক্ষণ আর তখনই একটি অলস পশু ভেড়াটিকে বধ করার ছক কষা শুরু করে দিল। হঠাৎ আরবের একটি সিংহ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে এসে ঘোষণা করল। 'আমার ভাষাই নেওয়া হোক'। সে তার থাবাটি তুলে ধরল এবং তা দেখিয়ে সে তার বড় নখগুলি পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল। 'আমাদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে দ্রুতগামী, সবচেয়ে বেশী বিপদসঙ্কুল। প্রকৃতির আইনে বলে যে, শক্তি যার মাটি তার। তাহলে আমাদের

সমস্যাটার এখানেই সমাধান হতে পারে। সবাই আমার ভাষা শিখবে, ফলে একে অন্যকে বুঝতে পারবে।

'কখনোই না,' চেঁচিয়ে উঠল একটি গিরগিটি যার সম্বন্ধে কেউই ঠিক জানে না যে সে কোথা থেকে এসেছে। সে বলে চলল, 'আমার ভাষাই চলবে। আমিই সেই প্রাণী যে বংশানুক্রমে উচ্চতম বৃক্ষের সঙ্গে জড়িত আছি। তা ছাড়া আমি উদ্ভব হয়েছি ডাইনোসোয়ার থেকে তা হলে এ রকম যার ঐতিহ্য, তার চেয়ে আর কি ভাল হতে পারে?'

পশুজনতার মধ্য থেকে প্রশংসার একটি গুঞ্জন শোনা গেল আর গিরগিটিটি সিংহের দিকে একটা অসম্মানজনক দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

'আমারটা নয় কেন?' সব হট্টগোল ছাপিয়ে একটি তীক্ষ্ণ স্বর শোনা গেল, আর যখন গণ্ডারটি পাশে সরে গেল তখন একটি খরগোশ সামনে হাজির হল। 'আমি সব থেকে বেশী উর্বরা; আর আমার দেশের ভাষাও ততোধিক সমৃদ্ধ'। এ কথাটি শুনে একটি হায়েনা হেসে উঠল। তখন পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জেব্রাটি তার খুর দিয়ে ওর চোয়ালে লাথি কষাল। 'আমি ওর চেয়ে বেশী উর্বরা কাজেই আমার ভাষা নেওয়া হোক', আত্মরক্ষাকারী নেংটি ইঁদুর এই বলে চীৎকার করে উঠল। 'আর আমারটা' চেঁচিয়ে উঠল ওমবাটার (অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গুরার ন্যায় পেটে অতিরিক্ত থলি সমেত একটি বিশেষ ভল্লুকসদৃশ প্রাণী) আর তার সঙ্গে গর্‌র্‌ শব্দে মিলিত হল চিতাবাঘের দাবী 'আমারটা .....'।

সত্বরই দেখা গেল যে প্রতিটি পশু এবং প্রতিটি দেশ তাদের ভাষা কায়েম করতে চাইছে যাতে অন্যান্যরা তাদের ভাষাটি শেখে এবং কেউই তার নিজস্ব অভিমত ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা দেখাল না। শুধু কি তাই? প্রতিবেশীর জন্য বিন্দুমাত্র সুবিধা দিতে কেউ রাজী ছিল না।

এ সময় ছোট একটি কচ্ছপ যে কোন দেশের প্রতিনিধি নয় (কারণ সে একটি ছোট দ্বীপে বাস করে) ওদের চেঁচামেচি শুনে তার স্বভাবসিদ্ধ ধীরগতিতে হামাগুড়ি দিয়ে সম্মেলনস্থলে হাজির হল। সেখানে উপস্থিত হয়ে চারপাশের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু টিলা খুঁজে পেয়ে সে তার উপর চড়ে বসল। 'চুপ সবাই চুপ'। তার এই অবিশ্বাস্য গর্জন সব পশুদের কাঁপিয়ে দিল; সকলে দেখতে লাগল, সে যেন একটা ছোট কালো বিন্দু যা দড়ি দিয়ে টেনে বড় পাথরের উপর বসান হয়েছে। খুশী হয়ে ছোট কচ্ছপটি হেসে ফেলল এবং নিজের উচ্চ কণ্ঠস্বরের জন্য নিজেকে অভিনন্দিত করল। 'আমি ভাবছি', স্বরটি উচ্চগ্রামে চড়িয়ে সে বলল, 'তোমাদের সমস্যা মেটাবার উপায় আমার জানা আছে।' নতুন করে আবার হায়েনাটি হেসে উঠে ঠিক সময়মত তার যন্ত্রণাবিদ্ধ বড় মুখটিকে ওর থাবার মধ্যে লুকিয়ে ফেলল যাতে নূতন করে তাকে আর লাথি খেতে না হয়।

'নূতন করে একটা ভাষা সৃষ্টি করি না কেন?' টিলাতে বসে ছোট কচ্ছপটি তার বক্তব্য পরিস্ফুট করল, 'এই পৃথিবীর সকলের জন্য একটা ভাষা যা সহজে শেখা যায়, সহজে উচ্চারণ করা যায়। তাই সৃষ্টি করি না কেন? একটা ভাষা যা কোন দেশকে অসুবিধায় ফেলবে না বা কোন

দেশকে অতিরিক্ত সুবিধাও দেবে না।' নিচে দাঁড়িয়ে থাকা পশুকুলকে সে দেখতে লাগল, আবার তারাও দৃঢ় অথচ বিমূঢ় চিত্তে ওকে দেখতে লাগল। ছোট কচ্ছপ আশা করছিল যে তার প্রস্তাবটি পশুকুল মেনে নেবে। 'এখন কিভাবে কোন উপায়ে' সিংহটি ধীরে কিন্তু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলে চলল, 'আমরা এই ভাষাটি সৃষ্টি করব?' ছোট কচ্ছপ বিজয়ীর ঢঙে পাগুলি নাড়া দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে এই সম্মেলনে আসার পূর্বেই সে সমগ্র ব্যাপারটি গভীরভাবে ভেবে রেখেছে।

সে এই বলে আরম্ভ করল, 'আমি তোমাদের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করব।' আর তারপর লম্বা সময় ধরে ধীরে বলে চলল। যত বিস্তৃতভাবে সে নূতন ভাষাটি বোঝাতে লাগল, ততই পশুকুল তার চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হতে লাগল। 'অতি চমৎকার।' কুমীরটি চেঁচিয়ে উঠল। সিংহটি ছোট হুংকার জানাল, 'কি আশ্চর্য্য'। আয়ারল্যাণ্ডের অপদেবতাটি তার অভিমত দিল, 'আমাদের ওকে পুরস্কৃত করা উচিত।' পশুরা একমত হল 'অবশ্যই, কিন্তু কি ভাবে?'

'আমি এটা করব' পশুদের মধ্য থেকে একটা তেজী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। আমেরিকার হলিউডের এক মক্ষীরাণী ভোঁ করে যেখানে ঐ পাথরটার উপর ছোট কচ্ছপটি দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে উড়ে গেল। সে তার যাদুকাঠিটি তুলে ধরে কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করল। তখন ও.....। এই ছোট আবিষ্কারকের দেহের উপর ঝর ঝর করে পড়তে লাগল অসংখ্য স্বর্ণধারা, যতক্ষণ না তার আপাদমস্তক ঢেকে যায়।

'এখন থেকে তোমাকে আমরা আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় সাহায্যকারী হিসাবে স্বীকার করব এবং তুমি প্রতিটি সম্মেলনে যোগ দেবার অধিকার অর্জন করলে। 'মক্ষীরাণী ঘোষণা করলে, উপস্থিত পশুজনতা হাততালি আর উল্লাসের জয়ধ্বনিতে তাদের সমর্থন জানাল। 'না, না ধন্যবাদের কিছু নেই, এই বলে নমস্কার জানিয়ে সে তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল। পাথরের উপর বসে থাকা ছোট কচ্ছপটি হাসির জোয়ারে ভেসে সুখী হল যে সে সব মিলিয়ে একটা কিছু দিতে পেরেছে।

২০০৩ সালে জুন মাসে ক্যাথারিন কন রাডজিয়েস্কি জার্মান ভাষায় এই ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করেন। ক্লাউস ফ্রিজে এটিকে এসপারেন্তরিত করেন।

জার্মান ও এসপারেন্ত ব্যতিরেকে এই ছোট লেখাটি নিম্নলিখিত ২৮টি ভাষায় রূপান্তরিত করা হয়েছে।

(১) আরবী (২) চিনা (৩) চেক (৪) ডাচ (৫) ইংরাজী (৬) এসটনিয়ান (৭) বুলগারিয়ান (৮) ফিন (৯) ফরাসী (১০) গ্রীক (১১) হাঙ্গেরিয়ান (১২) ইতালিয়ান (১৩) জাপানী (১৪) কোরিয়ান (১৫) ক্রোয়েটিয়ান (১৬) ল্যাটিন (১৭) ল্যাটভিয়ান (১৮) লিথুয়ানিয়ান (১৯) নিম্ন জার্মান (২০) নরওয়েজিয়ান (২১) পোল (২২) পর্তুগীজ (২৩) রুমানিয়ান (২৪) রুশ (২৫) সার্বিয়ান (২৬) স্প্যানিশ (২৭) সুইডিশ (২৮) উজবেক।

২৯তম হিসাবে ভবানীচরণ দাশ এসপানেন্ত অনুবাদটি বাংলায় রূপান্তর করেছেন।



[Sro Bhabani Charan Das tradukis chi tiun Esperanto-version en bengala lingvo]